গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd.co

অনলাইনে জুমে অনুষ্ঠিত গণশুনানির সারসংক্ষেপ

শুনানি গ্রহণকারি: জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
তারিখ : ২৫ মার্চ ২০২১
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকায়
স্থান : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসে সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মহাপরিচালক গণশুনানিতে যথাসময়ে অংশীজনকে সংযোগ হওয়ায় ধন্যবাদ জানান। গণশুনানিতে অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালকবৃন্দ, বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, শিক্ষক ও অভিভাবক কমিটির সদস্যবৃন্দ, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানির শুরুতে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জাতির পিতাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। শুনানিতে মোট ৪১৩ জন বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন অংশগ্রহণ করে। শুরুতেই মহাপরিচালক জানান যে, স্কুল রিওপেনিং প্লান সংক্ষিপ্ত পাঠ পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই সকল বিদ্যালয়ে পৌঁছানো হয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য নেপ এবং পিটিআইসমূহে পত্র দেয়া হয়েছে। তিনি বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিশুদের পাঠদান অব্যাহত রাখা, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত রাখতে অংশীজনের সহযোগিতা চান। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কর্মকান্ডে কোন ধরনের অনিয়ম/দুর্নীতি পরিলক্ষিত হলে সে বিষয়ে মহাপরিচালকে অবহিত করতে অনুরোধ জানান। শুনানিতে উল্লেখযোগ্য বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপ:

ক্রমিক নম্বর	নাম, পদবী ও ঠিকানা	শুনানির বিষয়বস্তু	গৃহীত পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত
১	জনাব জেসমিন আক্তার, অভিভাবক (মহসিনা তাসবি-৩য় শ্রেণি) মেহেরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খুলনা সদর, খুলনা।	জনাব জেসমিন আক্তার তাঁর বক্তব্যে জানান যে, শিশুরা অনলাইনে ক্লাস করলেও গণিত ও ইংরেজী বিষয়ে ভালভাবে শিখতে পারছে না। প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট অপ্রতুলতার কারণে লেখাপড়ায় পিছিয়ে যাচ্ছে। তিনি অনলাইনে শেখন শেখানো আরও সহজ ও আকর্ষনীয় করতে মহাপরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ জানান।	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানান যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যাতে সকল শিক্ষার্থী পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সহনীয় হলে এবং সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হলে বিদ্যালয়গুলো খুলে দেয়া হবে।
২	জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন, প্রধান শিক্ষক, কাঠঘর সরকারি প্রাথমিক বন্দর, চট্রগ্রাম।	বিদ্যালয়টি ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ibas++ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে তার বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জনাব বিলকিস আক্তারের বেতন নির্ধারন করা সম্ভব হয়নি। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মহাপরিচালক মহদোয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানান যে, প্রায় তিন হাজারের মতো স্কুলে গেজেট নোটিফিকেশন না পাওয়ায় ibas++ এ বেতন নির্ধারনে সমস্যা হচ্ছে। বিদ্যালয় জাতীয়করণ সংক্রান্ত কোনো গেজেট নোটিফিকেশন ব্যক্তি পর্যায়ে বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত থাকলে তিনি তা অবিলম্বে মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণের অনুরোধ জানান।
৩	জনাব এনামুল হক, প্রধান শিক্ষক,	তাঁর বিদ্যালয়টি ই-মনিটরিং সিস্টেমে এখনো রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার চট্রগ্রাম আইএমডি এর সাথে যোগাযোগ করে তথ্য

	চাঁন্দগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চট্রগ্রাম	হিসেবে দেখানো হচ্ছে। তিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ই-মনিটরিং সিস্টেমে তার বিদ্যালয়ের নাম সংশোধনের অনুরোধ জানান।	সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন মর্মে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নির্দেশনা প্রদান করেন।
৪	জনাব গোফরান মোস্তফা খান, সহকারি শিক্ষক, ধনিয়াতলা, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঞ্চারামপুর	শিক্ষকগণ ibas++ এ সমস্যার কারণে ১৩ম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করতে পারেন নাই। বেতন নির্ধারণ না হওয়ার কারণে অনেক শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়ে বৈশাখী ভাতা প্রাপ্য হবেন না। তিনি মহাপরিচালক মহোদয়কে এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকরি ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি সহকারি শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক পদে দ্রুত পদোন্নতির জন্য অনুরোধ জানান।	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বেতন নির্ধারন সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত নিরসনের জন্য পরিচালক (অর্থ) কে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন শিক্ষকদের বেতন নির্ধারনের বিষয়ে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগের সাথে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে। বেতন নির্ধারণ জনিত কারণে কোনো ভাবেই কোন শিক্ষকের বেতন কমবে না। সর্বক্ষেত্রেই বেতন সমান অথবা বৃদ্ধি পাবে। তিনি জানান এ সংক্রান্ত সফটওয়ার সংশোধনির কাজ চলমান রয়েছে। পদোন্নতির বিষয়ে মহাপরিচালক জানান গ্রেডেশন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। যে সব উপজেলায় গ্রেডেশন তালিকা তৈরিতে কোনো ধরনের জটিলতা নাই, সে সব উপজেলার শিক্ষকগণকে দ্রুত পদোন্নতি দেয়া হবে। অন্যান্য উপজেলার গ্রেডেশন তালিকা সম্পন্ন করে পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি দেয়া হবে।
৬	জনাব মো: আশরাফুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ব্রাহ্মণবাড়িয়া	তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, বিদ্যালয়টি ১ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত চালু আছে এবং ৯৯৭ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। তিনি ২০১৩ সালের পর থেকে তার বিদ্যালয়ের কোনো ধরনের নতুন ভবন পাননি। ফলে শ্রেণি কক্ষ ও শিক্ষকের অভাব জনিত কারণে পাঠদান কার্যক্রম সমস্যা হবে। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।	এ বিষয়ে মহাপরিচালক জেলা শিক্ষা অফিসারকে সরেজমিনে যাচাই করে শিক্ষক সংকট দূরকরণ এবং শ্রেণি কক্ষ নির্মাণের প্রস্তাব বিধি মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে মহাপরিচালক জানান যে, খুব শীঘ্রই আন্তমন্ত্রণালয়ে সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৮ম শ্রেণি পরিচালনার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৭	জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, সভাপতি, সেওতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ সদর	বিদ্যালয়টি ২০১৩ সালে জাতীয়করণ হলে ও অদ্যবধি কোন ভবন নির্মাণ করা হয়নি। ভবন জরাজীর্ণ হওয়ায় যে কোন সময় যে কোন দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা থাকায় তিনি ভবন নির্মাণ/বড় ধরনের মেরামতের বরাদ্দ দানে ডিজি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ বিষয়ে নবজাতীয়করণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করে ভবন নির্মাণের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মানিকগঞ্জকে নির্দেশনা প্রদান করেন।
৮	জনাব রহিমা খাতুন, প্রধান শিক্ষক, (ভারপ্রাপ্ত), টিকেট প্রিন্টিং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডবল মুড়িং, চট্রগ্রাম	শিক্ষিকা তাঁর বক্তব্যে জানান যে, তাঁর বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রসংখ্যা ৯৯২ জন, মাত্র ৪ জন শিক্ষক কর্মরত থাকায় পাঠদানসহ অন্যান্য কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে। দ্রুত শিক্ষক পদায়নের জন্য তিনি মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান।	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিদ্যালয়ের বিদ্যমান সমস্যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, চট্রগ্রামকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৯	জনাব নিরঞ্জন মালাকার, সভাপতি, নরসিংদী সদর	সভাপতি তার বক্তব্যে জানান যে, তাঁর বিদ্যালয়ে ৭৮৬ জন শিক্ষার্থী হলেও মাত্র ৯টা ক্লাসরুমে ক্লাস পরিচালনায় সমস্যা দেখা দেয়। তিনি বিদ্যালয়ের পুরাতন জরাজীর্ণ ভবনটি ভেঙ্গে নতুন একটি ভবন প্রদানের অনুরোধ জানান।	বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নরসিংদী মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর বিধি মোতাবেক প্রস্তাব প্রদান করবেন মর্মে মহাপরিচালক নির্দেশনা প্রদান করেন।
১০	মানিক তালুকদার, অভিভাবক, প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ সদর সুনামগঞ্জ	তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কে জি স্কুলগুলোতে স্কুল পাঠ্য বইয়ের বাহিরে অন্যান্য বই পড়ানো হয় ফলে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ সৃষ্টি এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় সমতা থাকে না। তিনি এ বিষয়টি মহাপরিচালকের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনার জন্য অনুরোধ করেন।	এ বিষয়ে মহাপরিচালক জানান যে, শিক্ষা আইনের খসড়া তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে এখানে সকল ধরনের বিদ্যালয়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বিধান থাকবে। ফলে সকল শিশু একই ধরনের লেখাপড়ার সুযোগ পাবে।
১১	তাহমিনা খাতুন , প্রধান শিক্ষক, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	শিক্ষিকা তাঁর বক্তব্যে জানান যে, অনলাইন বদলি চালু করা হলে শিক্ষিকাদের বিষয়টি নমনীয় ভাবে দেখার জন্য ডিজি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক জানান যে, বিদ্যমান নীতিমালা এবং বাস্তবতার নিরীখে অনলাইনে বদলির সফটওয়্যারটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করে দেখা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এটি বাস্তবায়ন করা হবে।
১২	সুপারিনটেনডেন্ট, নীলফামারী পিটিআই, নীলফামারী	নীলফামারী পিটিআই এ পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে স্লিপ ফান্ড থেকে বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানান।	পরিচালক (পরি: ও উন্ন:) পরীক্ষণ বিদ্যালয় সমূহে স্লিপ ফান্ড থেকে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে কি না তা পরীক্ষা করে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন।
১৩	জনাব সাবিনা ইয়াসমিন, প্রধান শিক্ষক, গোপালহাটি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুটিয়া, রাজশাহী	শিক্ষিকা জানান যে, তাঁর বিদ্যালয়ে দুইটি ল্যাপটপের মধ্যে ১টি দীর্ঘ সময় ধরে নষ্ট এছাড়া মাল্টিমিডিয়া স্ক্রীনও মেরামত প্রয়োজন। এগুলি মেরামত করতে বড় ধরনের বাজেট দরকার। তিনি এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে ডিজি মহোদয়কে অনুরোধ জানান।	ল্যাপটপ ও স্ক্রীন মেরামতের জন্য একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর আইএমডি তে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক প্রধান শিক্ষককে নির্দেশনা প্রদান করেন।
১৪	জনাব সজিব মোহালি, প্রধান শিক্ষক, রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রুপসা, খুলনা	বিদ্যালয়ের জমির পরিমান মাত্র ৮ শতাংশ। বিদ্যালয়ে একটি পুরাতন জরাজীর্ণ ভবন রয়েছে। বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণের বরাদ্দ পাওয়া গেলেও জমির স্বল্পলতার কারণে ভবন নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না। তিনি ভবনের নকশা পরিবর্তন করার জন্য মহাপরিচারক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	পরিচালক (পরি: ও উন্ন:) বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে মহাপরিচালক নির্দেশনা প্রদান করেন।
১৫	জনাব আলেয়া ফেরদৌসী শিখা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঢাকা	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঢাকা জানান কিছু কিছু কেজি স্কুল (১ম-দশম শ্রেণি) পাঠদান অব্যাহত রেখেছে কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকায় অভিভাবকগণ শিক্ষকগণের সাথে প্রায়শই বিদ্যালয় খুলে দিতে চাপ সৃষ্টি করছেন।	মহাপরিচালক, জানান বিদ্যালয় রি-ওপেনিং এর প্লান সকল বিদ্যালয়ের রয়েছে। শিশুদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিবেচনা করে সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকারি নির্দেশনা পাওয়া গেলেই বিদ্যালয়সমূহ খুলে দেয়া হবে।

মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর অনলাইনে (জুম) এ গণশুনানিতে সংযুক্ত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুনানি শেষ করেন।

আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ফোন: ০২-৫৫০৭৪৭৭৭
dgprimarybd@gmail.com
ফ্যাক্স: ৫৫০৭৪৯০৪

স্মারক নং-৩৮.০০.০০০০.১০৭.০০৫.০৩.২০-৯৮৬

তারিখ: ১৭ চৈত্র, ১৪২৭ / ৩১ মার্চ, ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক/অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি-৪), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
২। পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪। সিনিয়র সিস্টেম এ্যানালিস্ট (আইএমডি),প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটের শুদ্ধাচার বক্সে আপলোডের অনুরোধ করা হলো।
৫। বিভাগীয় উপপরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/ রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ চট্টগ্রাম/ময়মনসিংহ বিভাগ।
৬। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/ পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা।
৭। অফিস কপি।

মো: নজরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন)